অর্থনীতিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে অর্থাৎ উচ্চ আয় সম্পন্ন ব্যক্তি বা পরিবার এবং নিম্ন আয় সম্পন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে আয়ের পার্থক্যকে আয় বৈষম্য বলে Iভারতীয় অর্থনীতির একটি প্রধান সমস্যা হলো আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্যI পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু থেকেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসেবে আয় ও সম্পদ বণ্টনের সমতা নীতি ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে কিন্তু তা কার্যকরী হয়নিIবর্তমানে ভারতে গ্রাম ও শহরের আয় বৈষম্যের প্রকৃতি পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলের জনসাধারণের মাসিক মাথাপিছু ব্যয়ের প্রকৃতি থেকে I2011 সালে ভারতের গ্রামাঞ্চলে মাসিক মাথাপিছু ব্যয় হলো প্রায় 1300 টাকা এবং শহরাঞ্চলে এই ব্যয় হলো প্রায় 2400 টাকাI এই তথ্য গ্রাম ও শহরের আয় বৈষম্য নির্দেশ করে Iভারত সরকারের হিসাব অনুসারে 2015 সালে ভারতে 20.19 শতাংশ জনসাধারণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেI

ভারতে আয় বণ্টনের বৈষম্যের কারণ

1. সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা

   সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিতে ভারতের জনসাধারণ দুটি শ্রেণীতে ভাগ হয়েছে Iএক শ্রেণীতে আছে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা গ্রামাঞ্চলের জমি বাড়ি পুকুর ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক এবং শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য কলকারখানা ও জমি-বাড়ি প্রভৃতির মালিকIঅপর শ্রেণীতে আছে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের মূল উৎস হল সম্পত্তি জাত আয় আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয়ের প্রধান উৎস হলো শ্রম শক্তি Iফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম শ্রেণীর হাতে অর্জিত হয় বিপুল সম্পদ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতে আসে খুব সামান্য পরিমাণ অর্থ

2. উত্তরাধিকার আইন
   জন্মসূত্রে যে ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার নেই তার সঙ্গে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির অর্থনৈতিক বৈষম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হচ্ছেI
3. প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা
   ভারতের বেসরকারি বনাম সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ,গ্রামীণ ও শহর জীবনের সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য ,সরকারি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষি ও অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা ভারতের আয় বণ্টনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে
4. সরকারি আইন
   অনেক সময় সরকারি নীতি যেমন শিল্পনীতি ,লাইসেন্স নীতি, বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি স্থাপনের অনুমতি প্রদান, ঋণ প্রদানে বিশেষ সাহায্য ইত্যাদি বৃহৎ শিল্পপতিদের অনুকূলে গ্রহণ করা হয়েছে
5. প্রতিক্রিয়াশীল কর কাঠামো এই ধরনের কর কাঠামো জন্য ভারতে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা খুব বেশি ফলে সমাজে ধনী ব্যক্তির হাতে কালো টাকার পাহাড় জমেI ভারতে কৃষিক্ষেত্র করের আওতায় না থাকায় গ্রামের ধনী চাষীদের করের বোঝা বহন করতে হয় না, ফলে গ্রামাঞ্চলে আয় বণ্টনের বৈষম্য তীব্রতর হয়েছে
6. বেকারত্ব ও অর্ধ বেকারত্ব
   ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় , শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ না ঘটায় দেশের বেশিরভাগ জনসাধারণ দারিদ্র ও হতাশার দুষ্ট চক্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে
7. মুদ্রাস্ফীতি
   দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (1956-1961)সময় থেকে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি একদিকে গরিব মানুষকে দিনের পর দিন আরো গরিব করেছে অপরদিকে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের আয় দিনের পর দিন বাড়িয়ে আরো ধনী করে তুলেছে

8.উন্নয়নের কৌশল

ভারতের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের কৌশল আয় বন্টন বৈষম্য বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ীI ভারতে প্রবর্তিত নয়াকৃষি কৌশল মূলধন প্রগাঢ় হওয়ার জন্য গ্রামের মুষ্টিমেয় ধনী চাষী এর সুবিধা উপভোগ করেছে ,অপরদিকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আর্থিক অবস্থা এর ফলে আরো খারাপ হয়েছে কারণ ব্যয়বহুল নতুন কৌশল গ্রহণ করি তারা নিজেদের উৎপাদন বাড়াতে পারেনি Iএই কৌশলের জন্য শহরাঞ্চলেও আয় বণ্টনের বৈষম্য বেড়ে চলেছেI

9পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

সমান দক্ষতা সম্পন্ন হওয়া সত্বেওএকজনের পারিবারিক প্রভাব অন্যজনের থেকে বেশি থাকার জন্য সে বাস্তব জীবনে চাকরি বা ব্যবসা ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করে থাকে.

10. আঞ্চলিক উন্নয়নে বৈষম্য

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এমন কি একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নের হারে বৈষম্যের ফলে আয় বণ্টনের বৈষম্য হয় I যেমন ,নতুন শিল্প স্বাভাবিক নিয়মে উন্নত অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হবার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়I

11. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

আর্থিকভাবে সচ্ছল উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত পরিবারের জনসংখ্যা বাড়ে কম হারে Iকিন্তু দরিদ্র পরিবারের জনসংখ্যা বেশি হারে বাড়ার জন্য দরিদ্র পরিবারের আর্থিক অবস্থা আরো খারাপ হয় এবং ফলে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়I

ভারতের আয় বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত সরকারি ব্যবস্থা

1. ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে উদ্‌বৃত্ত জমি পুনর্বণ্টন

   ভারত সরকার ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে আয় বৈষম্য কমানোর কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে

   যেমন, জমিদারি প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত আইন, কৃষি জমির মালিকানা সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন ব্যবস্থা, বর্গাদারের স্বার্থ বজায় রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি

2. সরকারি ক্ষেত্রে প্রসার
   এই নীতি অনুসারে স্বাধীনতার পর ভারতে সরকারি উদ্যোগে বহু শিল্প স্থাপন হয় Iকয়লা খনি গুলি জাতীয়করণ করে ব্যক্তিগত মালিকানা খর্ব করা হয় ,বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয় Iএই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতে বেসরকারি মালিকানায় আধিপত্য কমতে থাকেI কিন্তু 1991 সালের নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য কমিয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়েছেI ফলে আয় বণ্টনের বৈষম্য আরো বাড়বে বলে অনেক অর্থনীতিবীদ আশঙ্কা প্রকাশ করেন
3. একচেটিয়া কেন্দ্রিকতা রোধ

ভারতের আর্থসামাজিক কাঠামোয় একচেটিয়া মূলধনের ক্রমাগত বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা রোধ করার জন্য ভারত সরকার 1969 সালে একচেটিয়া ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ আইন (MRTP Act) পাস করেন Iএটি একচেটিয়া কেন্দ্রিকতা রোধ করে আয় বৈষম্য কমাবে বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু তা বাস্তবে তা হয়নিI1991 সালে আবার নতুন অর্থনৈতিক নীতির অঙ্গ হিসেবে একচেটিয়া কারবারি সম্পদের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হয় এবং লাইসেন্স ব্যবস্থাও তুলে দেওয়া হয় Iএই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আয় বণ্টনের বৈষম্য বাড়বে বলে অনেক অর্থনীতিবীদ আশঙ্কা করেন

4. ন্যূনতম মজুরি আইন প্রবর্তন
ভারতের আয় বৈষম্য হ্রাসের ব্যবস্থা হিসাবে কৃষি ও শিল্প শ্রমিকদের সর্বনিম্ন আয় নিশ্চয়তা দিতে ন্যূনতম মজুরি আইন চালু হয় Iকিন্তু এই আইন সংগঠিত ক্ষেত্র ছাড়া অসংগঠিত ক্ষেত্রে (ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষি প্রভৃতিতে)আজও সঠিকভাবে চালু করা যায়নি
5. সামাজিক নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা
আয় বণ্টনের বৈষম্য দূর করার জন্য কয়েকটি সামাজিক নিরাপত্তা আইন পাশ করা হয় এগুলি হলো
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন
কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন
কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন
মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা আইন
কর্মচারী পারিবারিক অবসর ভাতা প্রকল্প
অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এক বহুমুখী জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো
জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প
জাতীয় মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রকল্প
জাতীয় পরিবার কল্যাণ প্রকল্প
6.মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা
1947 সালে প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ সহায়তা প্রকল্প চালু করা হয় Iএছাড়া অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলাদের ঋণের চাহিদা মেটাবার জন্য হাজার 1993 সালে মহিলা কমিটি গঠন করা হয়I এই বছরই চালু হয় মহিলা সমৃদ্ধি যোজনাI

7. ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি

1996 সালে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় Iএর উদ্দেশ্য হলো

গ্রাম ও শহরের সকলের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা

সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা

গৃহহীন দরিদ্র সমস্ত জনসাধারণের জন্য 2000 সালের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা

8.দরিদ্র ব্যক্তিদের অনুকূলে সম্পদ বন্টন

দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য গৃহ নির্মাণ ,নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দান, সহজ শর্তে ঋণ,সার,বীজ প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচির ফলে বর্তমানে দরিদ্র ব্যক্তিরা কিছুটা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে

9.ধনী ব্যক্তিদের আয় হ্রাসের জন্য কর ধার্য
ভারতের কর কাঠামোয় ধনী ব্যক্তিদের উপর বেশী কর ধার্য করা হয় I এছাড়া ধনী ব্যক্তিদের ব্যবহার্য বিলাসবহুল দ্রব্যের উপর বেশী কর ধার্য করা হয় Iকিন্তু আয় হ্রাসেরএই ব্যবস্থা যে কার্যকরী হয়নি তার প্রমাণ হলো ভারতের বিশাল পরিমাণ কালো টাকার পাহাড়I

10. সুনির্দিষ্ট প্রকল্প চালু

এই সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প

স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা

স্বর্ণ জয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা

শহরী স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান কর্মসূচী

এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে আয় বৈষম্য কিছুটা কমেছে কিন্তু ব্যবস্থা গুলি স্বল্পকালীন এবং তাই আয় বণ্টনের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কিছু দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনI এটা ঠিক ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে অস্বীকার করা যেকোনো সরকারের পক্ষে খুব কঠিন, আবার সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখে আয় বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায় না Iকিন্তু বিভিন্ন কর্মসূচি ও আর্থিক নীতির মাধ্যমে আয় বণ্টনের বৈষম্য কমানোর সমাধান করতে হবেI